কালের কণ্ঠ
কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 19 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

ছিটমহল

শিক্ষা নিয়েও রক্ষা নেই

৫ জনপদ নিয়ে এবার নতুন টানাহেঁচড়া

তৌফিক মারুফ ও সাইফুল আলম বাবু, শালবাড়ী-বেউলাডাঙ্গা (কোচবিহার) ছিটমহল থেকে ▷

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স পাস করেও রাষ্ট্রের মারপ্যাঁচে ধরা খেয়ে গেছেন বেউলাডাঙ্গা ছিটমহলের সফিউল আলম। আসল পরিচয় গোপন রেখে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে আরো অনেকের মতোই ছিটমহলের বাইরে গিয়ে পড়াশোনা চালিয়েছেন স্কুল-কলেজে। মাস্টার্স করেন দিনাজপুরের হাজী দানেশ থেকে। এর পরই বাধে সমস্যা। চাকরির জন্য বহু জায়গায় ধরনা দিয়েও কাজ হয়নি। একটি চাকরি প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পুলিশ ভেরিফিকেশনে বেরিয়ে আসে তাঁর পিতার আসল পরিচয়। বেরিয়ে আসে সফিউল বা তাঁর বাবা আসলে বাংলাদেশের নাগরিক নন, তাঁরা ভারতীয় ছিটমহলের মানুষ। ফলে চাকরি আর হলো না, এখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাট চুকিয়ে সফিউল নিজ ছিটমহলে ধান চাষ আর

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

শিক্ষা নিয়েও রক্ষা নেই

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেচাকেনা করে খান।

সফিউলের বাবা শালবাড়ি-কাজলদিঘি-বেউলাডাঙ্গা-নাটকটোকা-দেউতি ছিটমহলগুলোর সমন্বিত নাগরিক কমিটির নির্বাচিত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই পাঁচটি ছিটমহলে অনেক ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে আসল ঠিকানা গোপন করে নকল ঠিকানা দিয়ে। কিন্তু চাকরির কাছে গিয়েই সবাই ধরা খেয়ে যাচ্ছেন। কেউ কেউ গোপনে টুকটাক চাকরি করলেও ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানে বা পদে কারোরই চাকরি নেই। কারণ আসল পরিচয় বের হয়ে যাওয়ার ভয়ে কেউ বড় কোনো পদে চাকরির আবেদনই করতে চান না। এই বিচ্ছিন্ন জনপদের একেকটি ছেলেমেয়ে কত কষ্ট করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও যদি শেষ পর্যন্ত চাকরির সুযোগটুকু না পান এর চেয়ে দুঃখ আর কী হতে পারে?' কথা বলতে বলতে চোখে পানি চলে আসে সিরাজুলের। বলেন, 'এখন হয়তো দিন বদলাবে আমাদের। আমাদের এই জনপদের নতুন প্রজন্ম হয়তো বাংলাদেশের অন্য ছেলেমেয়েদের মতোই সমানভাবে শিক্ষার সুযোগ পাবে, আর কোনো লুকোচুরি করতে হবে না কোনো কিছু নিয়েই। হয়তো চাকরিবঞ্চিতরা চাকরিরও নাগাল পাবে।'

এসকেবিএনডি (শালবাড়ি-কাজলদিঘি- বেউলাডাঙ্গা-নাটকটোকা-দেউতি) ছিটমহলের স্থানীয় কমিটি কার্যালয়ের সামনের উঠোনে ধান শুকানোর সময় শালবাড়ি ছিটমহলের বাসিন্দা সুলতানা বেগম নিজের ছেলেকে দেখিয়ে বলেন, 'আগত হামার বেটাক স্কুলে গেল না, এখন পাশের বাংলাদেশে বদেশ্বর স্কুলে গেল। কিন্তু ওই স্কুলত মাস্টরগুলাত হামার ছাওয়ালটাক বিস্কুট দিল না। খালি হামারই না, হামরার ছিটের কাহারো বিস্কুট দিল না, অন্য ছাওয়ালরা হামরার ছাওয়ালগুলাক দেখিয়ে দেখিয়ে বিস্কুট খায়া লয়। হামার ছাওয়ালগুলাত চায়া চায়া দেখে আর বাড়িত আয়া কান্দে।'

বদেশ্বর স্কুলে পড়া ছিটমহলের এক ছাত্রী নাম প্রকাশ না করে বলে, 'বাংলাদেশের ছাত্রীকে উপবৃত্তি দিল, কিন্তু হামাক দিল না। হামরা ছিটের বাসিন্দা শুনিলেই অন্যরা ঘৃণার চোখত দ্যাখত।'

অন্য সব ছিটমহলের মতোই এখানেও নেই বিদ্যুৎ, পানি, পাকা সড়ক-কালভার্ট-হাটবাজার-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-চিকিৎসাকেন্দ্র, কোনো কিছুই। এসব সুযোগ-সুবিধা তাঁরা কম-বেশি নিয়ে থাকেন আশপাশের বাংলাদেশের এলাকা থেকে। তাঁদের ছিটমহলগুলো ভারতের কুচবিহারের হলেও তাঁরা কখনোই ভারতেও যেতে পারেননি। কারণ সীমান্ত তাঁদের ওই ছিটমহল থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে। মাঝখানে করতোয়া নদী আর পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলা এলাকা। পঞ্চগড় থেকে বোদা উপজেলা হয়ে এই সংযুক্ত ৫টি ছিটমহল এলাকায় প্রবেশের পথে চোখে পড়ে দীর্ঘ মাটির বাঁধ আর পুরনো বেশ কিছু শালগাছ। আছে একটি পিলারও। ছিটমহলের বাসিন্দারা জানান, ওই মাটির উঁচু বাঁধটি আসলে কুচবিহারের মহারাজার পাঁচটি গড়ের মধ্যে একটির ধ্বংসাবশেষ। আর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা এমন ৫টি গড়ের সম্মিলিত নাম ধরেই নামকরণ হয় 'পঞ্চগড়'।

ছিটমহলের কলেজ পড়ুয়া মতিয়ার রহমান বলেন, এখন নতুন দিনের অপেক্ষায় আমরা চেয়ে আছি। আমরা চাই আমাদের কষ্টের দিন শেষ হয়ে এই এলাকায় রাস্তাঘাট, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল গড়ে উঠবে। আমরা পরিচয়পত্র পাব, নাগরিকত্ব পাব।

তবে এই পাঁচটি ছিটমহলের সমন্বয়ে এখানকার বাসিন্দারা এখন নতুন আরেক স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। ওই স্বপ্নের কথা তুলে স্থানীয় কমিটির চেয়ারম্যান সিরাজুল বলেন, আমরা চাই এই ছিটমহল নিয়ে আলাদা একটি ইউনিয়ন পরিষদ করা হোক। প্রায় সাড়ে তিন হাজার একর জমি আছে এ এলাকায়। আয়তনে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১২ কিলোমিটার আর পূর্ব-পশ্চিমে তিন কিলোমিটার। আপের হেড কাউন্টিং অনুসারে এখন এখানে লোকসংখ্যা ১০ হাজারের বেশি। আট মাস আগে আমাদের এখানকার ছিটমহলের নিজস্ব পরিষদের ভোটের সময় ভোটার সংখ্যা ছিল চার হাজার ৫০। আমরা এখানে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো অনুসরণ করি। এবারের ভোটে এখানকার নারীরাও প্রথমবারের মতো ভোট দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনার বানিয়েছিলাম এলাকার বাইরে থেকে। যদিও বাংলাদেশ বা ভারতের কোনো আইনেই আমাদের এই নির্বাচনের কোনো বৈধতা নেই, কিন্তু এখন যেহেতু আমরা বাংলাদেশের হয়ে যাচ্ছি তাই আশা করি আমাদের কমিটিও বৈধতা পাবে।

তবে দুই রাষ্ট্রের দোটানা থেকে বেরিয়ে এখন এলাকাটি আর এলাকার মানুষেরা পড়ছেন ছিটমহল লাগোয়া বাংলাদেশের দুই উপজেলা বোদা আর দেবীদারের টানাটানিতে। দুই উপজেলার প্রভাবশালী মহল থেকে এই ছিটমহলকে নিজেদের উপজেলার আওতাভুক্ত করার আওয়াজ তুলেছে। আবার ছিটমহলের বাসিন্দারাও এমন ভাগাভাগিতে যুক্ত হয়েছেন অনেকেই।